মেরাজে মুস্তফার হিকমত

24-FEBRUARY-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণ ভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাক** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন আর এই দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। (মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রজবের দোয়াঃ

রজবে এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত, যখন রজব মাস আসতো তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া পড়তেন: "اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَّشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ۔ অর্থাৎ- **হে আল্লাহ্!** তুমি আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছাও।"

(আল মুজামুল আউসাত লিত তাবরানী, ৩য় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৯৩৯)

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন। যেমন: নিয়্যত করুন! ✯ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ✯ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ✯ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহান ও বরকতময় রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রযবের বরকতময় মাস চলমান, এই মাসে মেরাজের রাতে **আল্লাহ পাক আমাদের আক্বা, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করেছেন। **মেরাজে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কি কি হিকমত রয়েছে, মেরাজের নূরানী রাতে কি কি

ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কেমন কেমন আলোর বিকিরণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, এর বয়ান করার কে হক আদায় করতে পারে? অবশ্য সংক্ষিপ্ত কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হবে গভীর মনযোগ ও আন্তরিক ভাবে শুনুন, اِنْ شَآءَ الله **মেরাজের দুলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা অন্তরে আরো বৃদ্ধি পাবে।

আমার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, পরওয়ানায়ে শামায়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রেম ভালবাসার মধ্যে ডুবে **মেরাজে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃশ্য অবলোকন করে "কসীদায়ে মেরাজিয়া"র প্রথম ১২ পংক্তির মধ্যে কি বলেছেন, আসুন! আপনাদেরকে ঐ পংক্তিগুলোর সারাংশ শুনাচ্ছি: মেরাজের রাতে **হুযুর সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশে মুয়াল্লায় উপস্থিত হলে তখন ঐ সম্মানিত মেহমানের খুশি ও আনন্দের জন্য সমস্ত উপকরণ একত্রিত করা হলো। মেরাজের রাতে সমস্ত ফেরেস্তা ও সমস্ত আসমানে যার যার সূর ও ছন্দে বুলবুলির মতো সংগীত গাইছে এবং বলছে যে, মেরাজের রাতের কেমন বাহার, হে বাহার! তোমায় এই আনন্দ মোবারক। আর হে বাগান! তোমাকেও আবাদ ও বাহার মোবারক, মেরাজের রাতে আসমান ও জমিনে উভয়ের উপর আনন্দ জোয়ার বইছে এবং সাড়া জাগাচ্ছে। মেরাজের রাতে **নূর ওয়ালা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের খুশিতে নূরের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। (যেমন নতুন দুলার আগমনে ফুল বর্ষণ করা হয়) মেরাজের রাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে ঐ নূরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সুঘ্রান সুবাশ ছড়াচ্ছে এবং খুব উৎফুল্ল, যেমনি ভাবে বিবাহের ঘরে হয়ে থাকে। মেরাজের রাতে খুশিতে **হুযুর**

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা থেকে এই পরিমাণ নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে, যেটা আরশ পর্যন্ত সমস্ত আসমান আলোকিত করে দিয়েছে। মেরাজের রাতে এই পরিমাণ (আলো) ঝলমল করছে যে, এমন মনে হচ্ছে; সব জায়গায় আয়না লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কা'বা শরীফ এক নতুন দুলহানের মতো সুন্দর হয়ে গেছে। মেরাজের রাতে তার সৌন্দর্য্যের মধ্যে উৎসাহ ও যৌবন এসে গেলো এবং হাজরে আসওয়াদের উপর উৎসর্গ হয়ে যাবো যে, যেটা কা'বার মাঝখানে একটি তিলের মতো। মেরাজের রাত এর মধ্যে লাখো সাজ সজ্জার রং ভরে গেছে। মেরাজের রাতে **মেরাজের দুলা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক ও সম্মানীত এবং পবিত্র চক্ষুদ্বয়ে বিশেষ আলো রয়েছে।

মেরাজের রাতে খুশির মেঘ দলবদ্ধ হয়ে আসছে, অন্তরের ময়ূর তার রং দেখাচ্ছে। মেরাজের রাতে নাতের মাধুর্য্য এমন পরিণত হয়েছে হেরমও উন্মত্ততায় ছিলো। মেরাজের রাতে কা'বার ছাদের উপর তৈরীকৃত সোনালী নালা যেটান নাম "মীযাবে যর" ঝুমুরের মতো মনে হচ্ছে। মেরাজের রাতে কা'বাযে মুয়াজ্জমা চমকাচ্ছে এবং এর সুরবিত গিলাফ রাতের শীতল হাওয়ায় উড়াচ্ছে এবং এর থেকে সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। মেরাজের রাতে সুঘ্রাণে মিশ্রিত কা'বার গিলাফ উন্মত্ত হয়ে আন্দোলিত হচ্ছে। মেরাজের রাতে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ও সুউচ্চ চুঁড়া এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, বাহ! বাহ! কি বলবো। মেরাজের রাতে সকালের বাতাস তার সবুজের মধ্যে এমন দোলা দিচ্ছে যে, এমন মনে হচ্ছে; যেরূপ পাহাড় সমূহ সবুজ রঙ্গের উড়না উড়িয়ে রেখেছে। মেরাজের রাতে নদীর অবস্থা এটাই ছিলো যে, নদীরা গোসল করে প্রবাহিত পানির উজ্জ্বল পোশাক পরিধান করেছে। মেরাজের রাতে **মেরাজের দুলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনা চাঁদের

চাঁদনীর পুরনো বিছানা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আলোকিত সৃষ্টির চোখের স্বর্ণ ও রেশমের সূতা দিয়ে তৈরীকৃত বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়ে ছিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের রাত ঐ মহান ও উজ্জ্বল রাত যে, যেটাতে **আমাদের আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করা হয়ে ছিলো। মেরাজের রাতে সমস্ত ফেরেস্তাদের সর্দার হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে দ্রুতগামী আরোহী বোরাক নিয়ে উপস্থিত হন। ফেরেস্তারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুলা বানিয়ে দিলো। খুব সম্মান সহকারে বোরাকের উপর আরোহন করিয়ে দিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব তাড়াতাড়ি মক্কায়ে মুকার্‌রমা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনা জানালেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের ইমামতি করলেন। মেরাজের রাতে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত আসমান পরিভ্রমণ করেন এবং তার বিস্ময়কর বিষয়াবলী দেখেন। মেরাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক আসমানের আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে সাক্ষাৎ করেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে নবীগণ মোবারকবাদ পেশ করেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ স্থানে পৌঁছেন যে, যেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ায় কারো সাহস নেই, এমনকি ঐ জায়াগায় জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام ও অক্ষমতা প্রকাশ করেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ জায়গায় পৌঁছেন যেখানে মানুষের বিবেকও কাজ করে না। মেরাজের রাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাকের** নিয়ামত দ্বারা ভরপুর করা হয়। **হুযুর**

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিশেষ নেয়ামত প্রদান করা হয়। মেরাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামাযের উপহার **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। যেটা সংক্ষিপ্ত করার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আকারে আমাদের নিকট ফরয করা হয়। মেরাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাত ও জাহান্নাম পরিভ্রমণ করেন। মেরাজের রাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** বিশেষ নৈকট্য অর্জন করেন, **আর** কপালের চক্ষু দিয়ে **আল্লাহ পাকের** দীদার লাভ করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تَبَارَكَ اللهُ মর্যাদা আপনার!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের রাতে **আল্লাহ পাক তাজেদারে রিসালাত, ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওজুদাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর দীদার দিয়ে সম্মানীত করেন, যেটার প্রার্থনা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর অন্তরের কম্পন হয়ে রইলো। এমনকি এই আশা ও প্রার্থনা হয়ে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মোবারক মুখে এসে গেলো এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: رَبِّ اَرِنِیْ অর্থাৎ- **হে আমার রব!** আমাকে তোমার দীদার দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "لَنْ تَرٰىنِیْ অর্থাৎ- তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না।" কিন্তু যখন কথা তার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে আসলো তখন নিজেই হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে পাঠিয়ে তাঁর মাহবুব কে ডাকলেন এবং তাঁর দীদার দ্বারা ফয়েয প্রাপ্ত করলেন। তখনি তো আশিকে মাহে রিসালাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতইনা সুন্দর বলেছেন:

تَبَارَكَ اللهُ শান তেরী তুঝ কো যেবা হে বে নিয়াজী,
কহী তো ওহ জওশে لَنْ تَرٰنِیْ কহি তাকাজে ওয়েসাল কে থে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের রাতে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুলা হয়েছেন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের মধ্যে মেরাজের ঘটনার কিছু অংশ এই শব্দাবলীর সাথে ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ১নং আয়াতে এইভাবে ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ পবিত্রতা তারই জন্য যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি যাতে আমি তাকে আপন মহান নিদর্শন সমূহ দেখায় নিশ্চয়ই তিনি শুনেন, দেখেন।

হযরত সদরুল আফাযীল মাওলানা সৈয়্যদ মুফতী মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খাযাইনুল ইরফানে এই আয়াতে মোবারকা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন: মেরাজ শরীফ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা এবং **আল্লাহ পাকের** মহান নেয়ামত, আর এর দ্বারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ পরিপূর্ণ নৈকট্যতা প্রকাশ পাচ্ছে যা **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির মধ্যে তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেরাজ শরীফ জাগ্রত অবস্থায় শরীর এবং রূহ সহকারে হয়েছে। এটাই জমহুর (অধিকাংশ) আহলে ইসলামের আকিদা। আর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর সাহাবীদের দল সমূহ এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রসিদ্ধ সাহাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এটা মানার পক্ষে। (খাযাইনুল ইরফান, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক মেরাজের রাতের এই মহান ঘটনাকে কুরআনে পাকে শব্দ "سُبْحٰن" দ্বারা শুরু করেছেন, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **আল্লাহ পাকের** পবিত্রতা এবং **আল্লাহ পাকের** সত্ত্বা প্রত্যেক দোষ এবং অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। তার মধ্যে হিকমত হলো এই যে, মেরাজ স্বশরীরে হওয়ার উপর অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে যতই অভিযোগ হয়ে থাকুক না কেন ঐ সব কিছুর উত্তর হয়ে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীর সহকারে বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা আসমানে তাশরীফ নেয়া এবং সেখান থেকে "ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى" (**আল্লাহ পাক** নিকটে) স্থানে পৌঁছাবার অল্প সময়ে আবার ফিরে আশা অস্বীকারকারীদের জন্য অসম্ভব ছিলো। **আল্লাহ পাক** "سُبْحٰن" শব্দ বলে এটাই প্রকাশ করে দিলেন যে, এই সমস্ত কাজ আমার জন্যও যদি অসম্ভব হয়, তাহলে এটাই আমার অক্ষমতা ও দূর্বলতা হবে এবং দূর্বলতা একটি দোষ আর আমি সকল দোষ থেকে পবিত্র।

(মাকালাতে কাজেমী, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাজেদারে রিসালাত শাহানশাহে নবুওয়াত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মহান শানদার মুজিযার উপর অনর্থক অভিযোগ করা নতুন কোন কথা নয় বরং **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় যুগ থেকে এখন পর্যন্ত অবুঝ লোক এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে অজ্ঞ লোক এই মহান মুজিযাকে অস্বীকার করে আসছে। একজন মুসলমানের জন্য অথচ এটাই যথেষ্ট যে, এই ঘটনাকে বিবেক দিয়ে না মেপে তার

জায়গায় **আল্লাহ পাকের** শক্তি এবং কুদরতকে তার দৃষ্টির সামনে রাখা। কেননা, **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এই কথাকে আরো অধিক ভালভাবে বুঝার জন্য হযরত সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর উম্মত হযরত সায়্যিদুনা আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই কারামত মনের মধ্যে রাখবেন যে, তিনি ৮০ গজ লম্বা এবং ৪০ গজ চওড়া হিরা এবং মুক্তা দ্বারা সজ্জিত সিংহাসন চোখের পলক মারার আগে ইয়েমেন থেকে সিরিয়ার মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। এই ঘটনাকে **আল্লাহ পাক ১৯** পারার সূরা নমলের ৪০ নং আয়াতের মধ্যে এভাবে ইরশাদ করেন:

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ؕ

(পারা- ১৯, সূরা- নমল, আয়াত- ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ ব্যক্তি আরয করলো যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিলো, আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! যখন **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর একজন উম্মতকে শত কোটি মাইল দূরে অবস্থিত অনেক ভারী সিংহাসন চোখের পলক মারার আগে উঠিয়ে নিয়ে আসার শক্তি দান করেছেন, তাহলে অবশ্যই সেই **রব তাআলা** নিজ সত্তাগত শক্তি এবং কুদরতের মাধ্যমে **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রাতের কিছু অংশে মাকান এবং লা-মকানে সফর করার উপর ক্ষমতাবান।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ মেরাজের রাতের এই মহান মেরাজের ঘটনা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য মুজিযা সমূহকে আকল দ্বারা পরিমাপ করার স্থলে সত্য অন্তরে মেনে নিই এবং নিজের ঈমানের হিফাযতের জন্য এমন লোকদের থেকে দূরে

থাকবো। যারা **প্রিয় আক্বা, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা সমূহ এবং ক্ষমতাও পূর্ণতা অস্বীকার করে আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবী এবং অসৌজন্য মূলক আচরণ করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের ঘটনার হিকমত সমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য; "فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَايَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ। অর্থাৎ- হাকীমের কোন কাজই হিকমত থেকে খালি হয় না।"

আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে হিকমত লুকায়িত থাকে। যা অনুধাবন করা থেকে আমাদের বিবেক অক্ষম। **আল্লাহ পাক** তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ করিয়েছেন, এর মধ্যে একটি হিকমত **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর খুশি করা এবং তাঁকে স্বান্তনা দেয়ার জন্য। যে দিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাফা পাহাড় চূঁড়ায় উঠে দণ্ডায়মান হয়ে মক্কার কোরাইশদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন, সে দিন থেকে কাফেরদের ঘৃণা এবং শত্রুতার আগুন জ্বলতে শুরু করলো। প্রত্যেক দিক থেকে বিপদ-আপদ এবং কষ্টের বন্যা আসা শুরু হলো। দুঃখ-বেদনা ও পেরেশানীর অন্ধকার দিন দিন গভীরতর হতে লাগলো। কিন্তু এই বিপদাপন্ন অবস্থায় **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালেব এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর উপস্থিতি প্রত্যেক কঠিন মূহুর্তে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য শান্তি এবং প্রশান্তির কারণ ছিলো। নবুওয়াত ঘোষণা হওয়ার দশম বৎসরে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচার ইন্তিকাল হয়। এই শোকের ব্যথা এখনো পরিপূর্ণ ভাবে যায়নি যে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথী এবং চিন্তা দূরকারীনী হযরত খাদিজা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ইন্তেকাল করলেন। মক্কার কাফেরদের এখন এই বাড়াবাড়ি থেকে বাধা দানকারী এবং তাদের অত্যাচার ও গালিগালাজের উপর তিরস্কারকারী আর কেউ বাকী রইলো না। যার কারণে তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট দেয়ার মাত্রা (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট সমূহ) সহ্য করার সীমানা ছাড়িয়ে গেলো। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তায়েফ শরীফ গেলেন যে, হয়তো সেখানকার লোকেরা **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু সেখানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে এমন অত্যাচার মূলক আচরণ করা হয়ে ছে যার বিবরণ দেয়ার মতো নয়। এই অবস্থায় যখন প্রকাশ্যভাবে চতুর্দিক থেকে হতাশার অন্ধকার ঘিরে ফেলে ছিলো এবং প্রকাশ্য আশ্রয়স্থল ভেঙ্গে গিয়ে ছিলো, **আল্লাহ পাক** নিজ রহমতে তার মহানত্ব ও বড়ত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শণ সমূকে দেখানোর জন্য **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে উর্দ্ধ জগতে সফর করারজন্য আহ্বান করলেন, যেন বর্তমানের প্রকাশ্যে অসৌজন্য মূলক কাজ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরো অধিক চিন্তিত না করে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমত:

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীরে কুরআন হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ মেরাজের ঘটনার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

(২)... ঐ সমস্ত মুজিযা এবং মর্যাদা সমূহ যা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদেরকে عَلَیۡہِمُ السَّلَام আলাদা আলাদা ভাবে দেয়া হয়েছে, ঐ সবগুলো বরং সেগুলো থেকে বড় অনেক মুজিযা **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে: হযরত মূসা কলিমুল্লাহ্

عَلَيْهِ السَّلَام এর এই মর্যাদা মিলেছে যে, তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে **আল্লাহ পাকের** সাথে কথা বলতেন। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে চতুর্থ আসমানে আহ্বান করা হয়েছে এবং হযরত ইদরীস عَلَيْهِ السَّلَام কে জান্নাতের মধ্যে ডাকা হয়েছে। তবে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ করানো হয়েছে। যেটার মধ্যে **আল্লাহ পাকের** সাথে কথাবার্তা হয়েছে, আসমানের সফরও হয়েছে, বেহেস্ত ও দোযখের দেখাও হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত মর্যাদা একটি মেরাজের মাধ্যমে অতিক্রম করে দেয়া হয়েছে।

(শানে হাবীবুর রহমান, ১০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আরও একটি হিকমত:

(৩)... মেরাজে মুস্তফার একটি হিকমত এটাও যে, সমস্ত নবীগণ, পয়গাম্বরগণ, **আল্লাহ পাক**, বেহেশত, দোযখের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং নিজ নিজ উম্মতদেরকে اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا الله পড়িয়েছেন কিন্তু এই সমস্ত হযরতদের (আম্বিয়ায়ে কিরাম) মধ্য থেকে কারো সাক্ষ্য না দেখা ছিলো না শোনা ছিলো । আর সাক্ষ্যের চুড়ান্ত পর্যায় হলো দেখা। তখন প্রয়োজন ছিলো যে, এই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র জামায়াতের মধ্যে থেকে কোন এমন একজন সাক্ষী হওয়া যে, যিনি এই সমস্ত কিছু দেখে সাক্ষ্য দিবে এবং তার সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এই শাহাদাতের পরিপূর্ণতা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাতের মাধ্যমে হয়েছে। (যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত কিছু তার চোখ মোবারক দিয়ে দেখেছেন।) **(শানে হাবীবুর রহমান, ১০৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আরএকটি বিশেষ হিকমত:

(৪)... **আল্লাহ পাকের তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত ধন-ভান্ডারের মালিক বনিয়ে দিয়েছেন। **আল্লাহ পাক** ৩০ পারার সূরা কাউছার-এর ১নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّآ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَؕ۝۱

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি।

বুখারী শরীফের হাদীসের মধ্যে রয়েছে; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি ঘুমন্ত ছিলাম এই অবস্থায় পথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের চাবি সমূহ নেয়া হয়ে ছিলো এবং আমার উভয় হাতে দেয়া হয়ে ছিলো।" (বুখারী, ২/৩০৩, হাদীস- ২৯৭৭) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি **আল্লাহ পাকের** ধন-ভান্ডারের মালিক।" (মুসলিম, ৫১৬/১০৩৭)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানে **তাঁর** সমস্ত বাদশাহীর মালিক। এজন্য বেহেস্তের পাতায় পাতায়, হুরদের চোখে চোখে মূলত (বেহেস্তের) প্রতিটি জায়গায় لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللهِ লিখা রয়েছে। অর্থাৎ এই বস্তুগুলো **আল্লাহ পাকের** তৈরীকৃত এবং **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দানকৃত (তাই মেরাজ করানো মধ্যে) **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্য এটা ছিলো যে, (উভয় জগতের ধন-সম্পদের) মালিককে তার মালিকানা দেখানো হোক। (শানে হাবীবুর রহমান, ১০৭ পৃষ্ঠা) অতএব এজন্য মেরাজের রাতে এই সফর করানো হয়ে ছিলো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজের মুস্তফার আর একটি হিকমত:

(৫)... মেরাজে মুস্তফার যে হিকমত সমূহ আলেমগণ বর্ণনা করেছেন তম্মধ্যে এটা ও একটি ছিল যে, **মাহবুবে করীম, রাউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশ পায় এই জন্য যখন তিনি মসজিদে আকসায় পৌছলেন তখন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর ইমামতি করে ছিলেন যাতে সমস্ত আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। (মাআরিজুন নবুওয়াত, তৃতীয় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা) অতএব হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অতঃপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করলাম। অতএব আমার জন্য সমস্ত আম্বিয়াদেরকে عَلَيْهِمُ السَّلَام একত্রিত করা হয়েছিল। তখন জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে সমনে বাড়িয়ে দিলেন এমনকি আমি সকলের ইমামতি করলাম।" (সুনানে নাসায়ী, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪৮)

হে আশিকানে মুস্তফা! মেরাজের রাত সৃষ্টিকূলে সরদার আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের মাহবুব নবীদের ইমামতি করার সাথে আসমানের ফিরিশ্তাদের ও ইমামতি করেছিলেন যেন, ফিরিশতাদের ও উপর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। (মাআরিজুন নবুওয়াত, তৃতীয় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা) উদ্দেশ্য হলো যেদিকে যেদিকে **প্রিয় নবীর** গমন হয়েছিল, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রেষ্ঠত্ব তাদের উপর প্রকাশ করে দেয়া হয়েছিল-

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমত:

(৬)... **আল্লাহ পাক** কোরআনুল করীমে **১১** নং পারার সূরা তাওবার **১১১** নং আয়াত ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ এবং ধনসম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ের উপর যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

এই আয়াতের মধ্যে রয়েছে যে, **আল্লাহ পাক** মুমিনদের প্রাণ এবং ধনসম্পদ ক্রেতা, এবং মুমিনগণ বিক্রেতা, বেচার বস্তু (বিক্রয় করার বস্তু হলো) মুমিনদের জান ও ধন সম্পদ এবং মূল্য হলো (বিনিময়, মুল্য) বেহেশ্‌ত। এই সওদা তথা বেচা কেনা মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের মাধ্যমে হয়েছিল। **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেচা কেনার উকিল। **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মু'মিনগণের বেচার বস্তু (মুমিনদের প্রাণ) তো দেখেছিলেন, মেরাজের রাতে বিনিময় (বেহেশ্‌ত) দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন-

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আরও একটি হিকমতঃ

(৭)... "দুররাতুন নাসেহীন" কিতাবের মধ্যে মেরাজের একটি হিকমত এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জমিন এবং আসমানের মধ্যে কথোপকথন হলো তখন জমিন আসমানের উপর গর্ব করে বললো: আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, **আল্লাহ পাক** শহর সমূহ, নদী, গাছ-পালা, পাহাড় সমূহ এবং অন্যান্য বস্তু দ্বারা আমাকে সৌন্দর্য্য দান করেছেন।

আসমান উত্তর দিলো: আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, আসমান সমূহ নক্ষত্র, আরশ, কুরসী এবং বেহেশ্‌ত

আমার মধ্যে রয়েছে, জমিন বললো: আমার মধ্যে কা'বা অবস্থিত যার জিয়ারত এবং তাওয়াফ নবীগণ, রাসূল গণ এবং আউলিয়া ও সাধারণ মানুষগণ করে থাকেন। আসমান উত্তর দিলো, আমার উপর বায়তুল মা'মুর রয়েছে। যার তাওয়াফ ফেরেশ্তারা করে থাকেন এবং আমার মধ্যে বেহেশ্ত রয়েছে যা সমস্ত নবীগণ, রাসূলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র আত্মা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সমূহের ঠিকানা।

জমিন আসমান কে বললো: **সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নব্বীয়িন, হাবীবে রাব্বুল আলামীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মধ্যে অবস্থান করছেন এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শরীয়াত আমার মধ্যে চালু করেছেন।

যখন আসমান এটা শুনল তখন তো উত্তর দানে অক্ষম হলো এবং চুপ হয়ে গেল। অতঃপর আসমান **আল্লাহ পাকের** দরবার আরজ করলেন, হে **আল্লাহ পাক!** তুমি অস্থির এবং পেরেশানদের কে সাহায্য করে থাকো, যখন সে তোমাকে ডাকে, অতঃপর আসমান নিবেদন করল: তুমি **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার দিকে আহ্বান করো, যেন আমি তার থেকে মর্যাদা অর্জন করতে পারি। যেভাবে তুমি জমিন কে তাঁর দ্বারা সৌন্দর্য্য দান করেছো। **আল্লাহ পাক** তার দোয়া কবুল করলেন এবং মেরাজের রাতে আসমানকে এই মর্যাদা দান করেছেন।

(দুররাতুন নাসেহীন, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আর ও একটি হিকমত:

(৯)... **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কে হুকুম দিয়েছিলেন যে, তোমার লাঠি জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করো যখন তিনি তা জমিনে নিক্ষেপ করলেন সেটা অজগর সাপ হয়ে গেল। অতঃপর **আল্লাহ**

পাক আদেশ দিলেন ধরে নাও, যখন তিনি ধরে নিলেন সেটা আবার আগের মত লাঠি হয়ে গেল। এই সমস্ত দৃশ্য দেখানোটা এই জন্য ছিল যে, যখন মূসা কালিমুল্লাহ এর সাথে ফিরআউনের জাদুঘর দের সাথে মোকাবেলা হবে তখন যেন ঐ পরিবেশে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার না হয়। সম্পূর্ণ দৃঢ়তার ও সাথে মোকাবেলা করতে পারে। কাল কিয়ামতের ময়দানে **নবীয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করবেন বরং শাফায়াতের দরজা তাঁকেই খোলতে হবে।

আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সৃষ্টির জগতের আশ্চার্য বস্তু সমূহ, বেহেশ্তের দরজা সমূহ এবং জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, এটা ছাড়া আরো অনেক বড় বড় নিদর্শন সমূহ দেখে ছিলেন যেন, কিয়ামতের ভয়ানক দিনের পরিস্থিতি তার উপর প্রভাব বিস্তার না করে, সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সুপারিশ করতে পারের। **(মাআরিজুন নবুওয়াত, ৩/ ৮০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফা এর আর একটি হিকমত:

(১০)... মেরাজের একটি হিকমত এটা ও রয়েছে: **সরওয়ারে কায়েনাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত প্রকারের অহী দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন অহীর প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার হলো এটা যে, **আল্লাহ পাক** কোন মাধ্যম ছাড়া কথা বলবেন এবং এটা অহীর সবচেয়ে উত্তম প্রকার অতএব মেরাজের রাতের **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোন মাধ্যম ছাড়া কথা-বার্তা বলে ছিলেন। যেমন ২৭ পারার সূরা আল নজম এর ১০নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَاَوۡحٰۤی اِلٰی عَبۡدِہٖ مَاۤ اَوۡحٰی ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো।

তাফসীরের কিতাব সমূহের মধ্যে লিখা আছে; "اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ" বিশিষ্ট আয়াত যা সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে কোন মাধ্যম ছাড়া **আল্লাহ পাকের** কাছে থেকে শুনে ছিলেন অনুরূপ ভাবে সূরা দোহার কিছু অংশ এবং সূরা আলাম নাশরাহ মেরাজের রাতে শুনে ছিলেন। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা- শুরা, ৮ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

হে মুস্তফার আশিকগণ! সূরা বাক্বারার শেষের দুই আয়াত, যা **সরওয়ারে কায়েনাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খালেক কে সামাওয়াত থেকে মেরাজের রাতে বিশেষ নৈকট্যপূর্ণ অবস্থায় শুনে ছিলেন। আসুন! আমার এটার কিছু ফযীলত শুনে নিই। এবং মাঝে মাঝে তিলাওয়াত ও করতে থাকি।

হযরত নু'মান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **শাহান শাহে মদীনা, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর আগে একটি কিতাব লিখেছিলেন অতঃপর ওটার মধ্যে সূরা বাক্বারার শেষের দুই আয়াত অবতরণ করেছিলেন যেই ঘরের মধ্যে তিনরাত পর্যন্ত এই দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা হবে ঐ ঘরের কাছে শয়তান আসতে পারবে না।

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৯১)

হযরত আবু মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত রাতে পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।" (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত যথেষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; এই দুই আয়াত তার ঐ রাতের কিয়ামের (রাতের ইবাদতের) স্থলাভিষিক্ত হবে অথবা ঐ রাত তাকে শয়তান থেকে হিফাযত রাখবে। একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে; ঐ রাতে অবতীর্ণ বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করবে। **আল্লাহ পাকই** অধিক জ্ঞাত।

(ফাতহুল বারী, ১০/৪৮)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত) দুঃখ-ব্যথা, পেরেশানী এবং দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট যে, ঐগুলো তিলাওয়াতকারী (অর্থাৎ সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত তিলাওয়াতকারী) اِنْ شَآءَ الله দুঃখ ও কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে এবং যদি কখনো এসে যায়, তবে **আল্লাহ পাক** মুশকিল দূরীভূত করে দিবেন। অথবা সমস্ত দরূদ এবং ওযীফার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে অথবা তাহাজ্জুদের নামাযে যারা এই আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করবে, তখন অনেক তিলাওয়াত থেকে যথেষ্ট হবে। **(মিরআত, ৩য় খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমত:

(১১)... **আল্লাহ পাক** সর্ব প্রথম **আপন হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে তাঁর বিশেষ নৈকট্যপূর্ণ স্থানের সামনে রাখলেন। যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের আকৃতিতে পৃথিবীতে তাশরীফ আনলেন তখন তাঁর ঐ স্থানের আগ্রহ জন্মালো তাই "دَنٰى فَتَدَلّٰى" এর স্থানে বসবাস এবং আরাম লাভ করে ছিলেন।

মেরাজে মুস্তফার আর একটি হিকমত:

(১২)... একটি হিকমত এটাও বর্ণনা করা হয়ে ছিলো; আযান শিখানোর জন্য মেরাজ করানো হয়েছিলো। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে হাদীস বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের** যখন তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আযান শিখানোর ইচ্ছা করলেন, তখন জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام একটি বাহন নিয়ে এসে গেলেন, যাকে বোরাক বলা হয়। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার উপর আরোহণ করলেন। (ফাতহুল বারী, ৩য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য, নিয়মিত নামায আদায়ের জন্য, নিজেকে এবং অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করে সাওয়াবের ভন্ডার জমা করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যতোটুকু সম্ভব হয় দাওয়াতে ইসলামীর ১২ দ্বীনি কাজে অংশ গ্রহণ করুন। ১২ টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো "মাদানী কাফেলা" اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য সারা দুনিয়ায় সুন্নিয়তের ঢঙ্কা বাজানোর জন্য, স্বয়ং নিজে নিয়মিত নামায আদায়ের জন্য এবং অপরকে নামাযে অভ্যস্তকারী বানানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে প্রত্যেক মাসে হাজারো ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় সফর করে আর বিভিন্ন এলাকার মধ্যে গিয়ে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। আপনিও সাহস করুন, আল্লাহ পাকের দ্বীনের পথে সময় দিন, আল্লাহ

পাক আমাদেরকে কেমন পুরস্কার দান করেছেন, আমাদেরকে নিঃশ্বাস নেয়ার এবং ফেলার শক্তি দান করেছেন, আমাদেরকে রিযিক প্রদান করেন, আমাদের বিপদ দূরীভূত করেন, আমাদেরকে হাত ও পা দিয়েছেন, নাক, কান, জিহ্বার মতো নেয়ামত দান করেছেন, ঐ করুণাময় এবং দয়ালু প্রতিপালকের বিধানের উপর আমল করুন। তাঁর দ্বীনকে সারা দুনিয়ায় প্রচার করার জন্য সময় বের করুন এবং এই নেক উদ্দেশ্যের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সাথে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি!

মদ্যপায়ী” মুয়াজ্জিন হয়ে গেল

হিন্দের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের রোগে আক্রান্ত ছিলাম, মদ পান করা, অশ্লীল কথা বলা এবং পিতামাতা ও এলাকাবাসীকে খুব কষ্ট দিতাম, সর্বশেষ আমার তাকদীরের তারকা জ্বলে উঠলো এবং আমার সাক্ষাৎ দাওয়াতে ইসলামীর দায়িত্ব প্রাপ্ত এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে হয়ে গেল, তিনি আমাকে বুঝালেন এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন, আমি আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না, দ্রুত ৩ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম, আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ লাভ হলো এবং শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ’র রিসালাও শুনা হলো, যার বরকতে আমি শুধু নামায আদায়কারী হয়নি বরং অপরকেও ফযরের নামাযের জন্য জাগ্রত করার এবং মাদানী কাফেলায় সফর করানোর

দায়িত্বও পেয়ে গেলাম। এই মূহুর্তে আমি একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন এবং দ্বীনি কাজের খুব সাড়া জাগাচ্ছি। (শরাবী মুয়াজ্জিন কেইসে বনা? ৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবীগণ অতুলনীয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের ঘটনা থেকে যেখানে কতিপয় হিকমত জানা গেল সেখানে ইহাও জানা গেল যে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام সাদৃশ্যহীন ও উপমাহীন তাদের শান এবং মহানত্ব এর পরিমাপ এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে যখন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বোরাকের উপর আরোহন করে বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রা করলেন তখন বোরাকের দ্রুত গতির এমন অবস্থা ছিলো যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়তো সেখানে তার পা পড়তো। এই সফর কালে যখন **প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী দাতা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সাইয়্যেদুনা মূসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর মাজারের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন যা বালির লাল টিলার পাশ্বে ছিল তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখলেন যে, মূসা তার কবর শরীফে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (সহীহ্ মুসলিম, ৯২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৭৫) চিন্তা করুন যে, যখন আমরা কোন দ্রুত গতি সম্পন্ন গাড়িতে উঠি তখন আমাদের কোন কিছু বুঝে আসে না অনেক সময় দ্রুত গতির কারণে চেনা মানুষ কেও চিনতে পারি না। অথচ আমাদের গাড়ির গতি ঐ বোরাকের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি দেখুন যে, অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পূর্ণ বোরাকে আরোহন সত্বেও **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন এবং ইহা বলে দিলেন যে, তিনি তাঁর মাজারে পাকে নামায পড়তেছিলেন। এই খানে তাঁর মাযায়ে পাকে নামায পড়তেছিলেন। এই

খানে এ কথা মনে রাখবেন যে, বায়ুতুল মুকাদ্দাস যেখানে সমস্ত নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগতম জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন তাদের মাঝে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ও ছিলেন এবং যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বোরাকে আরোহন করে আসমানে পৌছলেন সেখানে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ও সাথে ৬ষ্ঠ আসমানে সাক্ষাত হয়ে ছিল। ইহার থেকে বুঝা গেলো আম্বিয়ায়ে কিরামদেরকে عَلَيْهِمُ السَّلَام এমন শক্তি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, নূরানী বোরাক ও তাদের নবুওয়াতী শক্তির মোকাবিলা করতে পারেনি।

তাছাড়া এটাও জানা গেল, **আল্লাহ পাকের** সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام স্বাধীনতা সম্পন্ন ও ক্ষমতা সম্পন্ন। **আল্লাহ্** তায়ালা তাদের কে এই ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে তারা যখন চাই যেখানে চাই যেতে পারে যখন অন্যান্য নবীদের عَلَيْهِمُ السَّلَام শক্তির এই অবস্থা তাহলে **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সমস্ত নবীদের ও ইমাম এবং সকলের সরদার ও তার শক্তির এবং স্বাধীনতার পরিমাপ কে করতে পারে?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখা কিছু দৃশ্য।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশ্ব জগত ভ্রমণ করে কতগুলি আশ্চর্যজনক কুদরত সম্পন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন। বেহেশতে তাশরীফ নিয়ে যেখানে তাঁর গোলামদের বেহেশতী ঘর এবং স্থান সমূহ দেখে ছিলেন এবং সেখানে অবাধ্যদের **আল্লাহ্**র শাস্তিতে গ্রেফতার হওয়ার দৃশ্য ও দেখে ছিলেন যারা

নিজ নিজ গুনাহের কারণে অত্যন্ত কঠিন শাস্তির মধ্যে লিপ্ত আছে আসুন! শিক্ষা অর্জন করার জন্য জাহান্নামের কিছু দৃশ্যের বর্ণনা শুনি নেই।

বর্ণিত আছে; **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামের মধ্যে এমন কিছু লোক দেখলেন যারা লাশ খাচ্ছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? তিনি উত্তর দিলেন: এরা তারা যারা মানুষের মাংস খেতো (গীবত করতো)। (মুসনাদে আহমদ ১/৫৫৩, হাদীস- ২৩২৪) অনুরূপ ভাবে (ইহাও দেখলেন) একটি লোক নদীতে ভেসে পাথর খাচ্ছিল, বলা হলো এটা সুদখোর। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৯১, হাদীস- ৫০০৯) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলেন যাদের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছিল প্রত্যেকবার পিষ্ট করার পর প্রথমের মতো ঠিক হয়ে যাচ্ছিল এবং দ্বিতীয়বার পিষ্ট করা হচ্ছিল) ঐ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের অবহেলা করা হচ্ছিল না। জিজ্ঞেসা করার উপর জিব্রাঈল উত্তর দিলেন: এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা নামায কে ভারী মনে করে মুখ ফিরিয়ে নিতো। (মাজমাউজ জাওয়ায়িদ ১/২৩৬, হাদীস- ২৩৫) কিছু লোক এমন ছিল যে, যাদেরকে আগুনের শাখায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এরা ঐ সমস্ত লোক যারা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় মা বাবাকে গালি দিতো। (আজ জাওয়াজির ২/১৩৯) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতিপয় এমন লোকদেরকে দেখলেন যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় (বড় বড়) ছিলো তাদের উপর এমন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়ে ছিল যারা তাদের ঠোঁট ধরে আগুনের বড় বড় পাথর তাদের মুখে নিক্ষেপ করছিলো আর সেগুলো তাদের নীচে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিজ্ঞাসার উপর জিব্রাঈল আমীন আরজ করলেন: এরা ঐ সমস্ত লোক যারা ইয়াতিমের মাল যুলুম করে খেয়ে ছিল। (আশ শরীয়াতু লিল উজরী, ৩/১৫৩২, হাদীস নং

১০২৭) অনুরূপ ভাবে ঐ সমস্ত লোক যারা দুনিয়ার মধ্যে নিজের সম্পদের যাকাত দেয়নি। **প্রিয় নবী, মেরাজের দোলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে এমন অবস্থায় দেখলেন যে তাদের সামানে পিছনে নাড়িভূড়ি ঝুলছে এবং তারা চতুস্পদ জন্তুর বিচরণ করছিল এবং কাটাযুক্ত ঘাস এবং যাক্কুম বৃক্ষ (একটি কাটাযুক্ত এবং বিষাক্ত গাছ খাচ্ছিল) এবং জাহান্নামের (গরম) গরম পাথর খাচ্ছিল। (আত্-তারগীব ওযাত তারহীব, ১/৩০৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শাস্তি সমূহের উপর একটু চিন্তা করুন এবং নিজের অক্ষমতা ও দূর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দিন। আহ! আমাদের দূর্বলতার এমন অবস্থা যে হালকা জ্বর অথবা মাথা ব্যাথা হলে তো আমারা কম্পন করে থাকি, তো অতঃপর পরকালের এই কঠিন শাস্তি কি ভাবে সহ্য করতে পারবো? আমাদের দূর্বল শরীরে কখনো এই সমস্ত শাস্তি মোকাবেলা করতে পারবেনা তাই এখনই সময় সজ্ঞানে ফিরে আসার এবং মানুষের গীবত করা চোগলখোরী করা এবং তাদের দোষ সমূহ বের করা থেকে বিরত থাকি যে, গীবত কারী চোগল খোর এবং নির্দোষ লোকদের দোষ অনুসন্ধানকারী লোকদের কে **আল্লাহ পাক** (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে তুলবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০) অনুরূপ ভাবে সূদী কারবারের মাধ্যমে হারাম রুজি অর্জন করা এবং খাওয়া থেকে বাচঁতে থাকা কেননা সুদের একটি দিরহাম নেয়া **আল্লাহ পাক** নিকট ঐ বান্দার মুসলমান অবস্থায় ততবার ব্যভিচার করার চেয়ে আরো বড় গুনাহ। (মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৪র্থ খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫৭৪) তাই হালাল রুজি উপার্জন করুন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার অভ্যাস তৈরী করুন উভয় জগতে সফলতা নসীব হবে। اِنْ شَآءَ الله

হে আশিকে মুস্তফাগণ! তৎক্ষণাৎ সঠিক ভাবে প্রতিজ্ঞা করুন যে আগামীতে কখনো কারও কোন ধরনের গীবত করব না اِنْ شَآءَ الله এখন কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله মা-বাবার অন্তরে কখনো দুঃখ দেব না اِنْ شَآءَ الله, কারও ধনসম্পদ কখনো খাব না اِنْ شَآءَ الله যারা নিসাবের মালিক হবে নিয়্যত করবে পুরাপুরি ভাবে যাকাত আদায় করব। اِنْ شَآءَ الله

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো মাদানী কাফেলাঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকী করা, গুনাহ থেকে বাঁচা, এবং নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো মাদানী কাফেলা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত আমাদেরকে একটি মাদানী উদ্দেশ্য দিয়েছেন আর ঐ মাদানী উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় সফর করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার মুসাফির তৈরি করা অতীব প্রয়োজন। কেননা মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়েও সারা দুনিয়ার মধ্যে নেকীর দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে সাড়া জাগাতে পারবে। স্বয়ং আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর রাস্তায় অসংখ্যাবার সফর করেছেন, যার মধ্যে **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, কটুক্তি শুনেছেন, আঘাত সহ্য করেছেন, পাথরের আঘাত সহ্য করেছেন, ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন কিন্তু এরপরও রাতে উঠে কেঁদে কেঁদে

লোকদের হেদায়তের জন্য দোয়া করতেন আর লোকদের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াতের সাড়া জাগাতেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان 'র মধ্যে অধিকাংশ এমনই ছিল, যারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করতো অতঃপর তা সারা দুনিয়ায় প্রচার - প্রসার করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় মুসাফির হয়ে যেতো। এই কারণেই সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর মাযার সমূহ শুধু মদীনা শরীফে নয় বরং পৃথিবীর অসংখ্য জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের পর তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আয়িম্মায়ে ইযাম এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করার জন্য এই ধারাবাহিকতাকে যে উজ্জ্বলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন তার ইতিহাস যারা জানেন তাদের নিকট গোপন নয়। এভাবে ইসলামের সম্মানিত বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه মুসলমানদের সংশোধনের জন্য দিন রাত চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه ইসলামী ভাইদেরকে বিশেষ করে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকেন, যদি প্রত্যেক ইসলামী ভাই একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নেক আমল রিসালার উপর আমল করে প্রতিদিন ২জন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলার দাওয়াত প্রদান করা হলে প্রতি মাসে ৬০ জন ইসলামী ভাই হয়, ১২% সাফল্য অর্জন হয়ে গেল তাহলে প্রত্যেক যেলী হালকা হতে اِنۡ شَآءَ الله মাদানী কাফেলা সফর করতে প্রস্তুত পারে। আর এই দ্বীনি কাজের বরকতে সারা দুনিয়ায় দাওয়াতে ইসলামী শুধু সাড়া জাগাবে না বরং কিছু দিনের মধ্যে দাওয়াতে ইসলামীর এই বার্তা প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি বিভাগে, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি এলাকায়, প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে। اِنۡ شَآءَ الله

আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগ

পৃথিবীর কিছু দেশে নিয়মিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজ অব্যহত আছে, যাতে অনেক স্থানীয় ইসলামী ভাই অংশ গ্রহণ করেন। এই ইজতিমা এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজের বরকতে মাঝে মাঝে অমুসলিম মুসলমান হয়ে যায়, বিশ্বের কিছু দেশের মধ্যে মাদানী কাফেলা আল্লাহর রাস্তায় সফর করে যাচ্ছে, কিছু আশিকানে রাসূল বিভিন্ন কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্যও নিজেরা প্রস্তুত থাকে। এই ইজতিমা এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজের আয়োজনের জন্য আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সমবেদনা জ্ঞাপনের কিছু মাদানী ফুল শ্রবন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সমান সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৫) (২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০১)

✯ সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।" (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা)

✯ দাফনের আগেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়িয কিন্তু দাফনের পর সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম, আর এটা সেই সময় যখন মৃতের পরিবারের

সদস্যরা কান্নাকাটি না করে। নতুবা তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই সমবেদনা জ্ঞাপন করুন। (আল্ জাওহেরাতুন নায়্যারা, ১৪১ পৃষ্ঠা)

: ঘোষণা :

সমবেদনা জ্ঞাপন সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**